ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৩৭
আগরতলা,০২ নভেম্বর,২০১৮

ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পই হলো রোজগারের প্রধান মাধ্যম : মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরার উন্নতির জন্য চাই শিল্পের উন্নয়ন। শিল্পের বিকাশে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নকে। কারণ ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পই হলো রোজগারের প্রধান মাধ্যম। শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে নিজের আর্থিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও রোজগারের সুযোগ করে দেওয়া যায়। আজ আগরতলায় শিশু উদ্যানে আয়োজিত পশ্চিম জেলার এম এস এম ই সেক্টরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে দেশে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ-এর সাপোর্ট এবং আউটরিচ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দেশের একশোটি জেলার একশোটি স্থানে অনুরূপ কর্মসূচি আয়োজিত হয়। ত্রিপুরার পশ্চিম ত্রিপুরা এবং সিপাহীজলা জেলায়ও এইরূপ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত কর্মসূচিকে দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের মূল অনুষ্ঠানের সাথে জুড়ে দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রতিটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি উদ্যোগপতিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন, যা সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। আগরতলায় শিশু উদ্যানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বড় পর্দায় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সরাসরি দেখানো হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্পোদ্যোগ হলো এমন একটি ক্ষেত্র যার মাধ্যমে কোনও ব্যক্তি নিজে স্বাবলম্বী হতে পারেন। তাতে রাজ্যের উন্নয়নের পথও প্রশস্থ হয়। তিনি বলেন, দেশের ১০০টি জেলার মধ্যে রাজ্যের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাকে বাঁশের কাজের জন্য এবং সিপাহীজলা জেলাকে ধূপকাঠির শলা তৈরির জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরাতে বর্তমানে প্রায় ৬,৩০০ জন উদ্যোগী রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর এই কর্মসূচির সূচনার ফলে ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি ক্ষেত্রে এই সকল উদ্যোগীদের কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সুযোগ সরলীকরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের জি ডি পি-র হার ৩০ শতাংশ ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি উদ্যোগীদের থেকে আসে। দেশের বিশাল অংশের মানুষ ক্ষুদ্র, ছোট, মাঝারি উদ্যোগ থেকে রোজগার পান। এই কর্মসূচির সূচনার ফলে উদ্যোগীরা অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে শিল্প প্রসারের জন্য কম সময়ে ব্যাঙ্ক ঋণ পেতে পারেন। ত্রিপুরা সরকারও শিল্পপতিদের ত্রিপুরায় শিল্পোদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম চালু করেছে।

***২-এর পাতায়

শিল্পপতিরা এক জায়গা থেকেই শিল্পোদ্যোগ গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র পেতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে রাজ্যেও মেধা সম্পন্ন উদ্যোগীরা রয়েছেন। এতোদিন তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়নি। এই সকল উদ্যোগপতিদের উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে সুযোগ করে দেওয়া হয়নি। এর ফলে এই সকল উদ্যোগীদের অন্য পেশার মাধ্যমে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি এই সকল উদ্যোগীদের অনুপ্রাণিত করে তাদের উদ্যোগকে সম্প্রসারণের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে গুরুত্ব দিতে বলেন। তিনি বলেন, বাঁশ হচ্ছে ত্রিপুরার অনন্য সম্পদ। বাঁশভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এজন্য ব্যাম্বো মিশন, বন দপ্তর ও অন্যান্য দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুরায় ২৫০০ হেক্টর জমিতে বাঁশ চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিল্প পরিকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য সেক্টরগুলির উন্নয়নের মাধ্যমে ত্রিপুরাকে আগামী তিন বছরে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া বক্তব্য রাখেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্যসচিব জি এস জি আয়েঙ্গার। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. সন্দীপ আর রাঠোর, পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ড. সন্দীপ মাহাত্মে এবং ইউ বি আই-এর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর অজিত কুমার দাস। অনুষ্ঠানে পূর্বাশা, খাদি, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ইউকো ব্যাঙ্কের উদ্যোগে প্রদর্শনী স্টল খোলা হয়।

*****